হেমিংওয়ের গল্পে সামাজিক অবক্ষয়ের ছবি

সৌরীন গুহ

হেমিংওয়ের সময় ছিল বিক্ষুব্ধ, বিড়ম্বিত, যুদ্ধবিধবস্ত, অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ । হ্যামলেট বলেছিল ঃ /বড়ন্দ্ব ঋনপ্নন্দ্ব নব্দ প্সত্তঋ প্সন্দ্র ন্দপ্সন্ব্ধ.* ঐ একই কথা হেমিংওয়ে বলতে পারতেন তাঁর সময় সম্বন্ধেও । কেউ জরাগ্রস্ত, কেউ হতাশায় আক্রান্ত,
কেউ ড্রাগে আসক্ত, কেউ বিকৃত যৌনাচারে লিপ্ত, কেউ বা যুদ্ধে অহত, কেউ বা মুষ্টিযোদ্ধা, আবার কেউ ষাঁড়ের লড়াইয়ে আহত ম্যাটাডর । এরা সবাই এসেছে হেমিংওয়ের ছোটগল্পে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের প্রতিভূ হয়ে ।

গ্যাট্রুড স্টেইন একবার হেমিংওয়েকে বলেছিলেন ঃ “You are all a lost generation.” তোমরা সবাই নষ্ট প্রজন্মের লেখক । এঁরা দেখেছেন মানুষের হিংস্রতা এবং কুটিলতা । নিজের দেশের প্রতি এঁদের টান কম । নিজেরদের ঐতিহ্যগত দৃঢ়মূল শিকড় ফেলে এঁরা চলে যান প্যারিসে বা স্পেনে আথবা ইটালিতে বা অন্য কোন দেশে । এঁদের সম্বন্ধে সমালোচক ম্যাক্‌ওয়েল গেইসমার বলেছেন ঃ “The great charm of the lost Generation lay indeed in its youth : in that high-handed arbitrary, confidant, entertaining rejection of so many traditional norms of society ……… There is something exhilarating in the cutting of all ties, the breaking of all bonds, the rejection of roots.”

যুদ্ধকালীন হিংস্রতা এঁরা দেখেছেন । যুদ্ধোত্তর কালের বিষণ্ণতা এঁদের গ্রাস করেছে । সেজন্য এঁদের গল্প-উপন্যাস কখনও সুখী পরিণতি লাভ করে না ।

এদের ভালবাসা কখনও সফল বা স্থায়ী হয় না । হয় ভেঙে যায় কিংবা নায়ক-নায়িকারা মারা যায় শেষকালে স্বাভাবিক অথবা বেশির ভাগ সময়ই অস্বাভাবিকভাবে । হেমিংওয়ের গল্পের চরিত্ররা সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মেতে থাকে ষাঁড়ের লড়াই, মুষ্টিযুদ্ধ, মাছ ধরা, শিকার করা এবং আরও নানা প্রকার খেলাধুলা নিয়ে ।

“A Pursuit Race” --এর নায়ক ড্রাগড্ হয়ে ঘুমুচ্ছে । এককালের তুখড় সাইক্লিস্ট পারস্যুট রেসে হেরে গিয়ে হোটেলে আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে নৈরাশ্য ঢাকতে । তার ম্যানেজার মি. টারনার বলেছে ঃ “ দেখ বিলি, এর ওষুধ আছে ।” উইলিয়াম ক্যাম্বেল বলেছেন ঃ “সব কিছুর ওষুধ নেই । আপনি যান, ফিরে যান ।” চাদরটার সঙেগে সে যেন প্রেমে পড়ে গেছে । একবার জিভ লাগাচ্ছে, একবার জড়িয়ে ধরছে, বিছানাটাই এখন তার কাছে যেন পরম নির্ভরতার আশ্রয়স্থল । ম্যাকওয়েল গেইসমার Writers in Crisis বইতে মন্তব্য করেছেন ঃ “How Full, indeed, of opiates is Hemingway’s work.” হেমিংওয়ের নায়কদের যেন আর কিছু করার নেই । শুধু অন্ধকারে হাত-পা ছোঁড়া অথবা ড্রাগড্ হয়ে নির্জীব হয়ে পড়ে থাকা । Action turns into negation, যা কিছু কর্মপদ্ধতি সব নেতিবাচক পরিণতি লাভ করে ।

“The Gambler, the Nun and the Radio” গল্পেও একই Opium-philosophy কাজ করছে। Bread- কে ও ফ্রেজারের Opium বলে মনে হয়েছে । টির জন্য লোকে লড়াই করে, সংগ্রাম করে, বিপ্লব করে । আগে
পরে তাও থন্দ্মনন্ত্রপ্ল হিসাবেই কাজ করে বলে মনে হয়েছে । আমরা এই নেতিবাচক দর্শন মানতে পারছি না । এক ধরনের
বুদ্ধিগত জড়তা গল্পটার মূল প্রেরণাটাকে বানচাল করে দিয়েছে । ও সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ম্যকস্‌ওয়েল গেইসমার লিখেছেন ঃ “The true meaning of Hemingway’s dominant artistic mood becomes clear. The emphasis on frenzied action which characterizes his work is merely the masculine counterpart of the passive emphasis on opiates, until all forms of life are seen as themselves drugs to soothe us rather than any sort of stimulant toward knowledge, or intelligent behavior.”

/বড়ন্দ্ব ন্ধপ্রস্তুন্দ্বজ্ঞ, ঋড়ন্দ্ব ত্ত্বত্তক্রস্তু ঋড়ন্দ্ব ত্থ্রস্তুনপ্স* হেমিংওয়ের Winner Take Nothing গল্পগ্রন্থে আছে । বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সালে, প্রকাশক স্ক্রিবনারস । এতে আর যে দু’টি ভাল গল্প আছে তা হচ্ছে ঃ “The Capital of the World” এবং “A Clean well-Lighted

Place”

/বড়ন্দ্ব ট্রন্সানব্ধপ্ত স্পন্দ্র ব্ধড়ন্দ্ব্ স্পজপ্তস্ত* গল্পের শেষ দিকে আছে ঃ /ট্র ব্দন্দ্বন্দ্বজন্দ্বস্ত দ্রন্দ্বপ্পস্পজ্জ্বপ্তত্রজ্বব্ধন্দ্বজন্তন্দ্বপ্পস্প্নাব্ধনন্দ্বব্দ নব্ধব্দন্দ্বপ্তন্দ্র দ্রব্দ্বব্দব্ধন্দ্বজ ব্ধড্র স্তস্পন্ত স্তু স্বপ্তন্দন্দ্ব.* প্যাকো (Paco) মারা যাচ্ছে । একটা রেঁস্তোরায় কাজ
করে প্যাকো । বয়সে বালক মাত্র এবং যা কিছু রোমান্টিক তাই তাকে আকৃষ্ট করে । বুল-ফাইটার হবার বাসনা তার বহুদিনের । সেই বাসনা আংসিকভাবে চরিতার্থ করতে গিয়েই তার মৃত্যুবরণ । রেঁস্তোরা ছেড়ে যখন সবাই চলে গেছে তখন সে ডিশ-ওয়াশার এন্‌রিকের (Enrique) সঙ্গে মক্‌ বুলফাইট খেলছে । অ্যাপ্রনটাকে Cape-এর মত ব্যবহার করে প্যাকো হয়েছে ম্যাটাডর-আর চেয়ারের দুই পায়ে মাংস কাটা ছুরি লাগিয়ে চেয়ারটাকে মাথার উপর নিয়ে এন্‌রিক হয়েছে আত্রমণকরী ষাঁড় । খেলতে খেলতে একসময় ছুরিটা প্রোথিত হয়ে যায় প্যাকোর শরীরে । প্যাকো মারা গেল । প্যাকোর বোনেরা তখন ও ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে গ্রেটা গার্বোকে (Gret garbo) সিনেমায় দেখছে । বইটা দর্শকদের ভাল লাগেনি । তারা পা ঠুকছে আর হুইসল দিচ্ছে । যে হোটেলে প্যাকো কাজ করে এবং যার খাবার ঘরে হঠাৎ মৃত্যু এসে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল সেই হোটেলের কর্মস্পন্দনও তখন থেমে নেই । উপরের ঘরে দুজন ধর্মযাজক তখন তাঁদের প্রার্থনা শেষ করে শোবার জন্য তৈরি হচ্ছে । এবং পক্ককেশ পিকাডোর টেবিলে মদের বোতলের সঙ্গে দু'জন গাল তোবড়ানো বেশ্যা নিয়ে বসেছে । কিছুক্ষণ পরেই সে একজনের সঙ্গে বেরিয়ে গেল । প্যাকো এসব জানার সময় পেল না । সে মারা গেল । গল্পটি সম্বন্ধে যেটা সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে সেটা এর নজ্ঞস্কস্ত এবং genuine pathos । এরকম গল্প হেমিংওয়ে বেশি লেখেননি । পরিতাপের বিষয়
আমেরিকান সমালোচকেরা এই গল্পেটিকে প্রায় উপেক্ষা করে গেছেন । অথচ হেমিংওয়ের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির মধ্যে একটি বলে দাবি রাখতে পারে । “The Capital of the world” -এর ঘটনাস্থল স্পেনের রাজধানী মাড্রিড । /ট্র ট্রপ্তন্দ্ব ভন্দ্বপ্তপ্ত-ন্সন্ধড়ব্ধন্দ্বস্ত তুপ্তস্তন্দ্ব* - এরও ব্যাকগ্রাউন্ডহচ্ছে স্পেন । এতে অনেক স্প্যানিশ কথা আছে যেমন ঃ তুন্দ্বব্দন্দ্বব্ধ ঞ্চ স্প্যানিস মুদ্রা, ড়স্পপ্তন্দ্র ঞ্চ লোক, স্বস্তন্দ্বন্ধ ঞ্চ পানশালা, স্পব্ধজস্প প্তস্প স্তস্প স্বব্দ ঞ্চ অর একজন পাগল লোক,ত্রস্ত্র স্তন্সাস্তন্দ্বন্দ্বত্রস্ত্র ঞ্চ শূন্যতা এবং শূন্যতার জন্য এবং স্তুন্সানব্ধ ঞ্চ একটি ছোট্ট কাপ । গল্পটির বিষয় মানুষের নিঃসঙ্গতা যা যুদ্ধোত্তরকালে একেবারে ব্যাপক আকারে মানুষের মনকে আধিকার করেছে । স্প্যানিশ কাথার ব্যবহার এই নিঃসঙ্গতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে । মানুষ ভীত, সে নিজেকেই ভয় পায়, ভয় পায় অন্ধকারকে, নিঃসঙ্গতাকে । তাই সে খোঁজে এমন একটা জায়গা যেখানে বন্ধুত্বের সান্নিধ্য আছে অথবা কথা বলার লোক ; একটা স্পষ্টালোকিত পরিষ্কার জায়গা যা তাকে মৃত্যুভয় থেকে দূরে রাখবে । এই গল্পের বৃদ্ধ লোকটি এরকম একজন লোক যার ভীষণ প্রয়োজন নিজেকে ভোলার, আত্মোপলব্ধির পথ থেকে সরে আসার । তাই সে খুঁজে নিয়েছে একটা আলোকিত কাফে (cafe) যেখানে রাত্রির অন্ধকারে মৃত্যুভয় তাকে
গ্রাস করবে না । গত সপ্তাহে সে নাকি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল গলায় দড়ি দিয়ে । তার ভাইঝি দড়িটা কেটে দেয় কারণ আত্মহত্যা করাটা অনৈতিক বলে । লোকটার অনেক টাকা । তবুও সে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত মদ গিলছে কারণ নির্জনতার সাঁড়াশি আত্রমণ থেকে পরিত্রাণ পেতে । দুজন ওয়েটারের মধ্যে একজনের বাড়ি ফেরার তাড়া আছে । তার জন্য তার স্ত্রী অপেক্ষা করছে বিছানায় । সে স্পষ্টতই বিরত্ত বৃদ্ধ লোকটির বাড়ি ফিরতে দেরি করায় । অন্য একজন ওয়েটার কিন্তু এতে খুশি । সে একটু বয়স্ক এবং ভোরবোলা ছাড়া তার ঘুম আসে না । মাঝে মাঝে একটা ভয়ঙ্কর শূন্যতা তাকে গ্রাস করে । সে বলছে ঃ ঢত্রপ্প প্তন্সন্দ্ব ব্ধস্প ব্দব্ধস্ত প্তব্ধন্দ্বত্রব্ধ ব্ধড়ন্দ্ব স্বন্দ্রট. নব্ধড্রপ্তপ্ত ব্ধড়স্পব্দন্দ্ব ভড়স্প স্তস্প স্পব্ধ স্তুব্ধ ব্ধস্প ঋস্প ব্ধস্প স্বন্দ্বস্ত. নব্ধড্রপ্তপ্ত ব্ধড়স্পব্দন্দ্ব ভড়স্প ন্দন্দ্বস্ত্র প্তন্ধড়ব্ধ দ্রস্পজ ব্ধড়ন্দ্ব ন্সন্ধড়ব্ধ.*

হেমিংওয়ে বেশি গল্প লেখেননি, মোট গল্প পঞ্চাস-ষাটটার মত হবে । সব গল্পগুলিরই রচনাকাল ১৯২০ থেকে ১৯৪০ এই দু'দশক ধরে ছড়িয়ে আছে । বেশির ভাগ গল্পই নিক্‌ অ্যাডমাস্‌- কে নিয়ে । অবস্য মূল কেন্দ্রবিন্দু লেখক নিজে । তাঁর মনোজগতের নানা টানাপোড়েন, তাঁর ব্যাক্তিত্বের বাধাপ্রাপ্ত বিকাশ, নানা ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁর ব্যথা-বেদনা-শোক, বিভিন্ন এবং বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিকের মত তাঁর বেড়ে ওঠা —এই সব নিয়েই তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ ঢ়ু থস্তজ বন্পন্দ্ব ছ১৯২৫প্প ঢ়ু থস্তজ বন্পন্দ্ব -এর গল্পগুলো একটি বিসেষ যোগসূত্রে গ্রথিত, যদিও কতকগুলো গল্প খুবই সংক্ষিপ্ত এবং নিতান্তই ব্যক্তিগত । গল্পগুলো সমস্ত প্রসঙ্গিক উদ্‌ধৃতি নিয়ে বুঝতে গেলে ফিলিপ ইয়ুং-এর বইটা অবশ্যই পড়া চাই ঃ ড্রজ্জন্দ্বব্দব্ধ ড়ন্দ্বপ্পন্স্বব্ধস্তু, ট্র স্বন্দ্বস্তস্পব্দনস্তন্দ্বব্ধব্ধনস্প. আরও একটি ভাল বই বেরিয়েছে যেটা খুব পরিশ্রম করে লেখা । লেখিকার
বইটির নাম যথাত্রমে ঃ ট্রস্পব্দব্ধন্তন্দ্ব ট্রন্সান্দ্বপ্ত স্তস্পব্ধস্পপ্পন্দ্বজস্ত, ড্রন্দ্বপ্পন্স্বভ্রস্ত ন্দ স্তন্সস্তড়ন্দ্ব.

মন্টগোমারি গল্পগুলির স্থান-কাল-পাত্র নির্দেশ করে দেখিয়েছেন এগুলো হেমিংওয়ের ব্যক্তিগত জীবন থেকে নেওয়া । নিক্‌ অ্যাডামস্‌ নামে একটি কিশোরের বেড়ে ওঠা নিয়ে গল্পগ্রন্থটি গড়ে উঠেছে । সব গল্পে অবশ্য অ্যাডামস্‌ নেই । তবুও ধরে নেওয়া যেতে পারে তাকে নিয়েই মূলত এই গল্পগুলো । জীবন সম্বন্ধে অনেকের অনেক রকম অভিজ্ঞতা হয় । নিক অ্যাডামস্‌ এর বাল্যজীবন কেটেছে এমন কতকগুলো ঘটনার মধ্য দিয়ে যা তাকে শিখিয়েছে একটা নির্লিপ্ততা, জীবন যে রকম তাতে সে কোনমতেই এর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে না । যুদ্ধে আহত হয়ে সে মাছ ধরতে যায় কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর, যদিও সে সামাজিক ব্যাক্তি হিসাবে পুরোপুরি সুস্থ কোনদিনই হতে পারে না । “ Big Two-Hearted River” গল্পটির মধ্য
দিয়ে একটা ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গতা ফুটে উঠেছে । যুদ্ধ ও জীবনের সমস্যা নিয়ে সে আর ভাবতে চায় না । সমাজ থেকে সে পালিয়ে বেড়ায় ।

বাবা মায়ের বিবাহ সুখের হয়নি । তাই নিক্‌ গেছে বাবার সঙ্গে শিকার করতে । বাবাকেই তার বেশি পছন্দ । নিকের মা জানালার পর্দা টেনে দিয়ে বাইবেল পড়ে আর দিনের বেলাতেও শুয়ে থাকে । একজন রেড ইন্ডিয়ান তার স্ত্রীর প্রসব-বেদনার চিৎকার সহ্য করতে না পেরে ক্ষুর দিয়ে নিজের গলা কেটে ফেলেছে -- নিক্‌এও দেকেছে বাবার সঙ্গে বেরিয়ে । নিকের বাবা ডাক্তার । সেজন্যে মাঝে মাঝে তাঁকে বাইরে যেতে হয় ডাক পড়লে । নিক্‌ বাবাকে জিজ্ঞেস করেছে ঃ “ Is dying hard, Daddy ?” নিকের বাবা উত্তর দিয়েছে “ No, I think it’s pretty easy, Nick. It all depends.” (“Indian Camp”).

নিক পরে যুদ্ধেও যোগ দিয়েছে এবং আহত হয়ে সব ছেড়ে দিয়ে নিজের সঙ্গে একটা আলাদা শান্তি (“Separate peace”) চুক্তি করেছে । আর যুদ্ধ নয়, নিক বুঝে উঠতে পারেনি যুদ্ধ কেন হয় এবং বন্ধ করার উপায় কি । সব নিয়ে তা
ক একটা ভয়ঙ্কর তুপ্তস্তন্স্ত স্তড্রব্ধস্তব্ধন্দ্বজ বলে মনে হয় । চারিদিকে যা ঘটছে তা মনে কোন তুস্পব্দন্দ্বন্নন্দ্ব প্রতিত্রিয়া সৃষ্টি করে না । সে যেন একটা

হেমিংওয়ে সব গল্প আমি এখানে আলোচনা করতে বসিনি । শুধু কতকগুলো বেছে নিয়ে তাঁর লেখার বৈশিষ্টগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি ।

হেমিংওয়ের বড় গল্প লিখেছেন মোট চারটি । এদের মধ্যে দুটি (The Undefeated এবং ঠ্নন্দ্রন্ধস্ত ন্ধজ্ঞস্ত গ্ন আছে ত্তন্দ্ব ন্ধড়্সত্তন্ধ স্পগ্নন্দ্ব- এ, বাকি দুটি (The Short Happy life of Francis Macomber এবং বড়ন্দ্ব ব্দস্পভব্দ স্পন্দ্র ন্দপ্তুনস্ক্রন্দ্রজস্প*গ্ন আছে ঠস্পজন্ধস্তন্দ্ব ত্রন্ধস্পজনন্দ্বব্দ - এ ।

একটা প্রচন্ড ধরনের ঠোঁট কামড়ানো সহ্যশক্তি, একটা ব্দন্ধস্তপ্তন্দ্ব স্পন্দ্র ন্ধজন্দ্ধ এইসব গল্পের নায়কদের সত্যিকারের স্তস্পস্তন্দ্ব স্ক্র করে তুলেছে । দুর্বল শরীর নিয়ে ম্যানুয়েল গারসিয়া-র উচিত হয়নি আবার একটা শক্তিশালী ষাঁড়ের মু
খামুখি হওয়া বুল-রিং-এ । ভাঙামন ও শরীর নিয়ে জ্যাক ব্রেনান-এর উচিত হয়নি প্রাইজ-ফাইটে যোগ দেওয়া । লেখক হিসাবে পূর্বেকার ব্যর্থতা ঢাকতে ও সত্যিকারের লেকক জীবন শু করতে হ্যারি গেছে আফ্রিকায় " to work the fat off his soul." সেখানে পায়ে গ্যাংগ্রিন হয়ে সে মারা গেল । ফ্য ানসিস ম্যাকোম্বার-এর যখন নিজেকে মনে হল ভয়লেশহীন
এবং আত্মনির্ভর, তখনই তার সংক্ষিপ্ত সুখী জীবনের ইতি ঘটল গুলি খেয়ে । তার স্ত্রীর Mannlicher থেকে গুলিটা হঠাৎ করে ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল ম্য াকেম্বারের মাথায় । মরিয়া হয়ে সাহস দেখানো এবং জীবনের মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাই এইসব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য । আফ্রিকায় যাওয়া বা ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করা একই ক্ষয়িষ্ণু ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি । নিজেদের চিন্তাশক্তিকে গুটিয়ে ফেলে এবং জীবনের সমস্যা কে এড়িয়ে গিয়ে এরা লড়াই করে বা শিকার করতে যায় । এক ধরনের পলায়নি মনোবৃত্তি এদের কর্মশক্তিকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে অথবা নষ্ট করে দেয় ।

হেমিংওয়ের উপর যাঁরা প্রথম নতুনভাবে আলোকপাত করেছেন সোভিয়েট সমালোচক আইভান্ কাশকিন (১৯৩৫) তাঁদের মধ্যে অন্যতম । কাশকিনের পরে এসেছেন গেইসমার এবং অলড্রিজ্ (Aldridge) হেমিংওয়ের সমালোচক হিসাবে । এরা মূলত কাশকিনের মতবাদকেই তুলে ধরেছেন এবং যদিও অলড্রিজ ও গেইমার আমেরিকান, এঁরা দুজনেই বামপন্থী চিন্তাধারায় আস্থাশীল । তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে কাশকিন দেখিয়েছেন, হেমিংওয়ের নায়কদের কুরে কুরে খাচ্ছে এক গভীর হতাশাবোধ এবং অনেক সময় তার চিন্তাশক্তিকে থামাবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে মরিয়া হয়ে সাহস দেখায় এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে । কাশকিন থেকে একটা উদ্ধৃতি দিয়ে আমার আলোচনা শেষ করছি ঃ "...... it became all the more clear that his (Hemingway's) vigour is the aimless vigour of a man trying in vain not to think, that his virility is the aimless virility of despair, that Hemingway all the more inexorably seizes upon the temptation of death, that again and again he writes only of the end-the end of relationship, the end of life, the end of hope and everything."

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com